



L'OREAL
PARIS

L'OREAL
PARIS

Gillette, ফ্রেগা আর L'Oréal

এক সন্ধ্যায় হোটেল — আমি সবে ক্রেতাদের কাছে ঘোরাঘুরি আর বিক্রিবাটা সেরে ফিরেছি, বাবাও তা-ই — একটু একসঙ্গে থাকব বলে আমরা একই হোটেল উঠতাম, চার মাসে মোটামুটি এক সপ্তাহ এমনটা হত।

আমাদের টেবিলে এসে বসলেন জর্জো নামে এক অমায়িক সহকর্মী, L'Oréal-এর বিক্রয় কর্মকর্তা, বড় খুচরো বিপণনে বিতরণ-ব্যবস্থা গুছিয়ে তোলার দায়িত্ব যিনি কাঁধে নিয়েছিলেন — ওরা তখন সুগন্ধির দোকান ছেড়ে সুপারমার্কেটের দিকে এগোচ্ছে, যদিও ওদের বহুকালের বাজার রয়ে গিয়েছিল সেখানেই, যেখানে ওদের জোর: পণ্য আর Corolle প্রসাধনী।

তিনি সদ্য হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন, ত্রেনস রোগে ভুগে। বয়স কম, পঁয়তাল্লিশ, তবু দেখেই বোঝা যেত গায়ে তেমন জোর নেই।

তিনি জানতে চাইলেন পরদিন আমার রুট কোন দিকে, আর আমি তাঁকে আমার ক্রেতাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি কি না — তাতে রাস্তার মানচিত্র ঘাঁটার হাত থেকে তিনি বাঁচবেন, কাজও এগোবে তাড়াতাড়ি — একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

বাবা একটা কথাও বললেন না, চুপ করে রইলেন, যার মানে তাঁর সায় আছে — নইলে বলতেন: “নান্দো, শোন, তোর সঙ্গে কথা আছে,” যেটা ছিল তাঁর নিজস্ব কায়দায় বলা, এ কী ছাইপাঁশ করছিস তুই।

জর্জো আর আমি বন্ধু হয়ে গেলাম, প্রায় দু বছর ক্রেতাদের কাছে একসঙ্গে ঘুরলাম, যদিও কখনও মাসে এক সপ্তাহের বেশি নয়।

’88 সালে Gillette যখন দুটো পণ্য-বিভাগ গড়ার সিদ্ধান্ত নিল — শেভিং আর পার্সোনাল কেয়ার — আমি আরও ভালো করে টের পেলাম, প্রসাধনসামগ্রী বেচা টের বেশি খাটুনির কাজ। তারপর ’89 সালে আমি শেভিংয়ে ফিরে গেলাম, আর তিনি আমার বিরাট সহায় হলেন — L'Oréal-এর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, যদিও আমরা কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্য বেচিনি।

জর্জোর সঙ্গে কাটানো ওই দু বছরে অনেক কিছুই ঘটেছিল, কিন্তু সত্যিই দাগ কেটেছিল এমন দুটো ঘটনাই শুধু আমার মনে আছে:

এক পাইকারি ক্রেতা, সদ্য ডিগ্রি পাওয়া এক তরুণ, আমাদের নিজের অফিসে বসিয়ে বললেন: “আপনাদের দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছি, কারণ আপনাদের পণ্য আমার দরকার।” জর্জো উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটা দিলেন, বাইরের সাইনবোর্ডটা দেখে আসতে, আর তরুণটি অবাক হয়ে জিঙেস করলেন ব্যাপার কী। জর্জো হাসতে হাসতে ফিরে এলেন: “আমার মনে হচ্ছিল আমরা ভুল জায়গায় এসে পড়েছি — ক্রেতার অফিসের

বদলে ঢুকে পড়েছি পুলিশের সদর দপ্তরে।” তাতে অনেকক্ষণ হাসাহাসি চলল, পরে কথাটা সবার কানে গেল, আর আমাদের দেখলেই সবাই মুচকি হাসত।

তারপর একদিন মিলান থেকে কেউ একজন ফোন করে ভদ্রভাবে অনুরোধ করলেন, আমি যেন L’Oréal-এর সহকর্মীদের সঙ্গে আর না ঘুরি, কারণ Gillette-এর পার্সোনাল কেয়ার বিভাগ শ্যাম্পু বেচতে পারছে না, আর দোষটা ফ্রেগার — সে L’Oréal বেচছে বলে। হাহাহাহাহা।

একদিন জর্জোকে নিয়ে গেলাম এক খাদ্যপণ্যের পাইকারের কাছে। যখন বললাম আমাকে ফ্রেগা বলে ডাকবেন আর আমি Gillette-এর প্রতিনিধি, তিনি দু হাত বাড়িয়ে আমাকে বরণ করলেন — আমারই অপেক্ষায় ছিলেন। জর্জোর পালা এলে তিনি যখন বললেন তিনি L’Oréal-এর লোক, পাইকার মিনতি করলেন তিনি যেন আরেক দিন আসেন, কারণ তিনি সবে দু ট্রাক তেল নামিয়েছেন। জর্জো পালটা প্রশ্ন ছুড়লেন: “বীজের তেল, না জলপাইয়ের তেল?” ফ্রেতা বললেন: “চিন্তা করবেন না, দুটোই কিনব। আবার আসুন, অর্ডার দেব — আপনাকে একটু সাহায্য করব। ফ্রেগার সাহায্য লাগে না।”

তিনি অল্প বয়সেই মারা গেলেন, বাহান্নয়। আর তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে আমি তাঁর নামটা দিলাম আমার মেয়েকে — জর্জা — যাতে তাঁর স্মৃতি চিরকাল আমার সঙ্গে থাকে।

Ciao, জর্জো।

ফের্দিনান্দো